আলমডাঙ্গার কেশবপুরে ৩শ গ্রাম গাঁজাসহ ব্যবসায়ী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গার কেশবপুর থেকে ৩’শ গ্রাম গাঁজাসহ মাদক বিক্রেতাকে আটক করেছে পুলিশ। সোমবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে ওসমানপুর ফাঁড়িপুলিশ মাদকদ্রব্য অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

মাদক বিক্রেতা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামের মৃত রবগুল মাঝির ছেলে ছইরুদ্দিন মাঝি।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামের মৃত রবগুল মাঝির ছেলে ছইরুদ্দিন মাঝি। দীর্ঘদিন যাবৎ পুলিশের চোঁখ ফাঁকি দিয়ে রমরমা গাঁজার ব্যবসা চালিয়ে আসছে। ইতো পূর্বে পুলিশের নিকট আটক হলেও জামিনে পূণরায় আবারো গাঁজা ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। সোমবার দিবাগত রাত ২ টার দিকে ওসমানপুর ফাঁড়িপুলিশের উপ-পরিদর্শক এসআই খসরু আলমের নেতৃত্বে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় নিজ বাড়ির থেকে ছইরুদ্দিন মাঝিকে আটক করে। পরবর্তীতে তার শরীর তল্লাশি করে ৩শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ।

এঘটনায় ছইরুদ্দিন মাঝির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মামলায় সোমবার বিকেলে চুয়াডাঙ্গা কোর্টের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

গাংনীতে হেরোইনসহ গ্রেফতার ১

মেহেরপুর গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে পাঁচ গ্রাম হেরোইনসহ মনিরুজ্জামান ওরফে মুঞ্জু (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ বৃহষ্পতিবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে তার নিজ বাড়ি গাংনী শহরস্থ মুচিপাড়া মোড় থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার পিতার নাম আবুল কাশেম।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, মনিরুজ্জামান মঞ্জু হেরোইন কারবারী। সে হেরোইন বিক্রির জন্য তার বাড়ির সন্নিকটে অবস্থান করছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই শাহিন ও সঙ্গীয় ফোর্স অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। জব্দ করা হয় পাঁচ গ্রাম হেরোইন।

গ্রেপ্তারকৃত মনিরুজ্জামান মঞ্জুর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের সাপেক্ষে আদালতে প্রেরণ করা হয়।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক এজেন্ট লাল মিয়া গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর বাজারে অভিযান চালিয়ে লাল মিয়া (৩৫) নামের অনলাইন জুয়ার আরও এক এজেন্টকে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ। গত মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেন, মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল, ডিবির ওসি সাইফুল আলমের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশ, মুজিবনগর থানার একাধিক টিম অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। পরে গতকাল বুধবার বিকালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলার আসামি দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত লাল মিয়া কোমরপুর বাজার পাড়ার জহিরুল ইসলামের ছেলে এবং অনলাইন জুয়ার অন্যতম হোতা মাদার আলীর ভাগ্নে। অভিযান চলাকালীন লাল মিয়ার কাছে থেকে পুলিশ একটি Redmi Note 10s মডেলের মোবাইল যাহার IMEI-1: ৮৬০৩৭০০৫৯৮৭০২৮৩. IMEI ২০ ৮৬০৩৭০০৫৯৮৭০২৯১ এবং ফোনে ব্যবহৃত মোবাইল নাম্বার ০১৮৪৬-১৫৫৯১৫ এবং ০১৭১০-০৩১৯৬০, একটি Nokia 1464 মডেলের মোবাইল যাহার IMEI-1: ৩৫৩৪৪৫৪২২৯৫৯৩৯৫, IMEI ২: ৩৫৩৪৪৫৪২২৯৫৯৪০৩ ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর ০১৮৩৪-০৭১২১০ এবং ০১৭১৬-৫৫৪১৩৩ উদ্ধার করা হয়।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলায় এক শ্রেণীর অসাধু লোক অনলাইন জুয়া IxBet, Lincbet, Melbet, Bet Winner, Walmart এর সাব-এজেন্ট হিসেবে কাজ করিতেছে এবং অনলাইন জুয়া x Bet, Linchet

Melbet, Bet Winner পরিচালিত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিত মোবাইল ব্যাংকিং সেবা বিকাশ/নগন/রকেট/উপায় এর কতিপয় অসাধু সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ এর জোগসাজোশে অবৈধ ই-ট্রানজেকশন করছে। অনলাইন জুয়া IxBet, Linchet, Melbet, Bet Winner G Walmart সহ বিভিন্ন অনলাইন জুয়ার সাইটের সাব এজেন্টরা ভূয়া তথ্য দিয়ে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে অনলাইল মোবাইল ব্যাংকিং সেবা বিকাশ/নগদ /রকেট/উপায় এর কতিপয় অসাধু সেল রিপ্রেজেন্টেটিভ এর মাধ্যমে ব্যবসয়িক এজেন্ট সিম নিবন্ধন করে করছে।

গত ২০ অক্টোবর মাহফুজুর রহমান জয়, আক্তারুজ্জামান আক্তার, তরিকুল ইসলাম, রুবেল হোসেন কে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকালে তাহাদের নিকট থেকে আলামত হিসেবে ৭টি মোবাইল ফোন, অনলাইন জুয়ার লেনদেনের ৫০ হাজার টাকা, ২৩টি বিভিন্ন কোম্পানীর সিমকার্ড যাহার মধ্যে ২ টি এজেন্ট সিমকার্ড, অনলাইন জুয়া 1xbet এর ০১ (এক) টি চ্যানেল, অনলাইন জুয়া Bet Winner এর ০৪ (চার) টি চ্যানেল উদ্ধার করেন। এছাড়া গত ১৩ নভেম্বর মোঃ সাইদুর ইসলাম, সুমন খন্দকার, রফিকুল ইসলাম গ্রেফতার করে তাদের নিকট থেকে অনলাইন জুয়ার আলামত হিসেবে ৫টি মোবাইল ফোন, ৯ টি বিভিন্ন কোম্পানীর সিমকার্ড যার মধ্যে ১টি এজেন্ট সিমকার্ড, অনলাইন জুয়া ১◌ীনবঃ এর ১ টি চ্যানেল উদ্ধার করা হয়। ওই মামলার তদন্তে লাল মিয়ার অনলাইন জুয়ার চ্যানেল চালাচ্ছে এমন খবর জানতে পেরে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারের পর লালমিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে পুলিশকে জানায়, ওই মামলার গ্রেফতারকৃত আসামীদের সহযোগিতায় তাহার অন্যতম সহযোগী কোমরপুর বাজারের নাজিম বিশ্বাসের ছেলে ভোলা, কোমরপুর গ্রামের আনারুলের ছেলে রুবেল ও চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার বেষ্টপুর গ্রামের নজিরের ছেলে অনিকের ১টি 1xbet nagad, ১টি1xbet nagad, এবং ১টিMelbet nagad ও ১টি Melbet rocket চ্যানেল নিয়ে অনলাইন জুয়া পরিচালনা করে আসছিলো। ওই অনলাইন জুয়া পরিচালনা করার জন্য যে সকল এজেন্ট সিমকার্ড ব্যবহৃত হতো সে সকল এজেন্ট সিমকার্ড সরবরাহ করতো এবং অনলাইন অবৈধ ই ট্রান্সজেকশনের টাকা গ্রহন করতো অনিক ।

গ্রেফতারকালে আসামীর নিকট থেকে জব্দকৃত মোবাইল ফোন পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, আসামী মোঃ লাল মিয়া (৩৫) এর ফোনে Melbet এর MD. ZOHIRUL ISLAM নামে অনলাইন জুয়ার একটি চ্যানেল আছে। যাহার বর্তমান ব্যালেন্স ৩৭৫৬০.৬৩ টাকা। ওই মেলবেট একাউন্টের হিস্ট্রিতে দেখা যায় যে, আসামী দীর্ঘদিন থেকে তাহার

ব্যবহৃত মোবাইল নাম্বার ০১৮৩৪-০৭১২১০ এর মাধ্যমে MD. ZOHIRUL ISLAM নামে অনলাইন জুয়া Melbet এর মাধ্যমে লেনদেন করে আসছে। লাল মিয়া একজন সল্প শিক্ষিত লোক হওয়া সত্ত্বেও সে অনলাইন জুয়ার চ্যানেল কিভাবে পরিচালনা করতে হয় তাহা সে জানে।

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ হাতে প্রতারক চক্রের সদস্য গ্রেফতার

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের হাতে আবারো আন্তঃজেলা প্রতারক চক্রের সক্রিয় সদস্য আটক, এবং একটি বাজাজ সিটি ১০০ মোটরসাইকেল, ৫৫ টি ভুয়া মেমো এবং প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত নগদ ২৭০০/- হাজার টাকা উদ্ধার।

আটককৃত হলেন দামুড়হুদা উপজেলার রামনগর গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে আলিফ (৩৭)। আজ বুধবার বিকাল ৫টার দিকে তাকে নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের সার্বিক দিক নির্দেশনায় দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদের নেতৃত্বে দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই তৌহিদুর রহমান শেখ সঙ্গীয় ফোর্সসহ তথ্য প্রযুক্তির ভিত্তিতে উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের রামনগর গ্রামস্থ ক্লাব মোড় সংলগ্ন আসামীর নিজ বসত বাড়ি থেকে কৌশলে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেয়া চক্রের মূল হোতা আলিফ কে আটক করে।

আটককৃত ব্যাক্তি দামুড়হুদা, আলমডাঙ্গা, জীবননগর চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও ঝিনাইদহ সহ আসপাশের জেলায় প্রতারণা করে অর্থ হাতিয়ে নেয়। সে আশপাশের জেলাগুলো থেকে প্রতারণা করে বিভিন্ন ব্যবসায়িদের কাছথেকে মোটা অর্থ হাতিয়ে নিত। পুলিশ এমন তথ্য পেয়ে তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে সনাক্ত করে তাকে আটক করে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে প্রতারনা মামলা রুজু করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে।

দর্শনায় ইয়াবাসহ জীবনগরের ৩ মাদক ব্যাবসায়ী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৯০ পিচ ইয়াবাসহ তিন মাদক ব্যাবসায়ী গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার রাত ৯ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবীর এর নেতৃত্বে দর্শনা থানার এস আই নীতিষ বিশ্বাস, এ এস আই তুহিন হোসেন, এ এস আই হাফিজুর রহমানসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান চালায় দর্শনা বাসষ্ট্যান্ডের আড্ডা কফি হাউজের সামনে।

এ সময় দর্শনা থানা পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানাধীন বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন খন্দকার সুপার মার্কেট এর আড্ডা কফি হাউজের সামনে হতে জীবননগর উপজেলার গয়েশপুর গ্রামের উত্তরপাড়ার ফরমান আলীর ছেলে আনারুল ইসলাম আনার (৪৩) শরিফ উদ্দিনের ছেলে ইমরান উদ্দীন (৩৪) ও খোদাবক্স মিয়ার ছেলে মাসুদ মিয়া (৫১) কে ৯০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে। বুধবার তাদের তিনজনকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ ২ মাদক

ব্যাবসায়ী গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার গোলাপনগর মোড়ে দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযোন চালিয়েছে । অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিলসহ ২ জন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। সেই সাথে পুলিশ জব্দ করেছে ফেনসিডিল বহনকারী পিকাপ ভ্যানটি।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি এইচ এম লুৎফুল কবিরের নেতৃত্বে তিতুদহ ক্যাম্প পুলশের ইনচার্জ এসআই আনোয়ারুল আলম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের ভিত্তীত্বে গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে মাদক বিরোধী অভিযান চালান দর্শনা থানাধীন তিতুদহ ইউনিয়নের গোলাপনগর মোড়ে।

এসময় পুলিশ পেয়ারা ভর্তী একটি পিকাভ্যানের (ঢাকা মেট্র-ন-১৯-৮১৬৩) গতিরোধ করেন। পিকাভ্যানে তল্লাশী চালিয়ে মুখবাঁধা তিনটি চটের বস্তা উর্দ্ধার করেন। বস্তার মুখ খুখে ২১৬ বোতল ফেনসিডিল উর্দ্ধার করে পুলিশ। সেই সাথে ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অপরাধে দামুড়হুদা পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের জয়নাল মন্ডলের ছেলে হোসেন মন্ডল (৩১) ও মাদারিপুর জেলার চাপাতলি গ্রামের সাহেদ আলী শিকদারের ছেলে রাসেল শিকদারকে (৩২) গ্রেফতার করে পুলিশ।

এ সময় পেয়ারাভর্তি মিনি ট্রাকে থাকা ছয়ঘরিয়া গ্রামের আনোয়ার হোসেন কৌশলে পালিয়ে যায়।এ ঘটনায় হোসেন মন্ডল, রাসেল শিকদার আনোয়ারসহ তিন জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায়

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির বলেন, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দায়ের পূর্বক আজ বৃহস্পতিবার আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মেহেরপুর র্যাবের পৃথক অভিযানে এ্যালকোহল ও ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

মেহেরপুর র্যাব ক্যাম্পের সদস্যরা পৃথক অভিযান চালিয়ে ২১০ বোতল এ্যালকোহল ও ৭২ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রফতার করেছে।

গতকাল রবিবার দুপুরে র্যাব-১২ মেহেরপুর সিপিসির কমাণ্ডার সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে কুষ্টিয়ার মিরপুর থানাধীন আমলাবাজার সদর জামে মসজিদ মার্কেট এর নীচ তলায় অভিযান পরিচালনা করে ২১০বোতল নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য এ্যালকোহলসহ সাহাপুর গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে নুরুল ইসলাম (৩৭) কে গ্রেফতার করে। পরে বিকালে একই জেলার দৌলতপুরের গোয়ালগ্রামে অভিযান চালিয়ে ৭২ পিস ইয়াবাসহ একই গ্রামের আফজান মালিথার ছেলে মিলন আলী
(৩৫) কে গ্রেফতার করে।

তাদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক মামলা করে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানান সিপিসি কমাণ্ডার।

তিনি আরো জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, এই মাদক ব্যবসায়ীদ্বয় দীর্ঘদিন যাবৎ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার চোখ ফাঁকি দিয়ে অবৈধ নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য বিভিন্ন মাদকসেবীর নিকট বিক্রয় করে আসছিল

গাংনীতে যুবদল নেতা গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে বেলাল হোসেন ওরফে বেলু (৪০) নামে যুবদলের এক নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত বেলু গাংনী উপজেলার সাহারবাটী ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জোড়পুকুরিয়া গ্রামের আহম্মদ আলীর ছেলে।

আজ শনিবার ভোররাতে গাংনী থানা পুলিশের একটিদল অভিযান চালিয়ে

বেলুকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিল উপলক্ষে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা গত ২৮ নভেম্বার দিবাগত রাত সাড়ে ৮টার দিকে গাংনী শহরে একটি মিছিল বের করে।

এসময় গাংনী সরকারি মাছের হ্যাঁচারির কাছে বিকট শব্দে ককটেল বিষ্ফোরণ হয়। মিছিলকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করে বিএনপিকে দায়ি করেছিলেন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। ঘটনাস্থল থেকে অবিষ্ফোরিত ৩টি ককটেল উদ্ধার করে পুলিশ। ওই রাতেই মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি সাহিদুজ্জান শিপু বাদি হয়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের নামে মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় বেলুকে গ্রেফতার হয়।

শনিবার দুপুরে তাকে মেহেরপুর আদালতে সোর্পদ করা হয়।

গাংনীর বামুন্দী থেকে যুবদল নেতা জাহিদ গ্রেফতার

গাংনীর উপজেলা যুব দলের সদস্য সচিব জাহিদ আহম্মেকে (৪২) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

আজ বুধবার দুপুরে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম তাকে বামন্দী বাজার থেকে গ্রেফতার করে। জাহিদ আহম্মেদ গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের মৃত মেছের আলীর ছেলে।

গাংনী থানার এসআই মাসুদ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দুপুরে তাকে গ্রেফতার করে। জাহিদ আহম্মেদকে নাশকতার মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানায় পুলিশ।

প্রসঙ্গত, আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিল উপলক্ষে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা গত ২৮ নভেম্বর রাতে গাংনী শহরে একটি মিছিল বের করে। এ সময় গাংনী সরকারি মাছের হ্যাচারি কাছে বিকট শব্দে ককটেল

বিষ্ফোরণ হয়। মিছিল লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে অভিযোগ করে বিএনপিকে দায়ী করে।

ঘটনাস্থল থেকে অবিষ্ফোরিত তিনটি ককটেল উদ্ধার করে পুলিশ। ওই রাতেই সাবেক ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জান শিপু বাদি হয়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের নামে মামলা দায়ের করেন। ওই মামলার আসামি হিসেবে রাতেই পৌর বিএনপির আহবায়ক সাহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে সাবেক ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলম গ্রেফতার হয়। এর মাঝে মামলার এজাহার নামীয় আসামিরা মঙ্গলবার উচ্চাদালত থেকে আগাম জামিন পায়।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ১৩ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে বিভিন্ন মামলার ২৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৫ আসামি ও মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৮ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত আজ বুধবার (৩০ নভেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশ পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম অভিযানে অংশ নেন।

বুধবার দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করেছে।